পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ্ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক ঃ
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৭শ সংখ্যা
৩০শে পৌষ ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং ॥ ১১ই রবিউল সানী ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৪

৩৭শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

		পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আ'রাফ (৮ম পারা ৮ম ও ৯ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'রুইয়া-কাশফ এবং ইলহামের গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৭
* হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে'(আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ	আমীর, জামাতে আহমদীয়া কাদিয়ান	২৫

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন : ২৫৯০২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৪ইং : ৩০শে পৌষ ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই সুলহা ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **৮ম ও ৯ম রুকু**

৬০। এবং নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট (রসুল রূপে) পাঠাইয়াছিলাম, তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতিরেকে তোমাদের কোন মা'বুদ নাই, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের আযাব নাযেল হওয়ার সম্বন্ধে ভয় করি।

৬১। তাহার জাতির প্রধানগণ বলিল, (হে নূহ!) নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।

৬২। (তখন) সে বলিল, হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি সকল জগতের রাব্বের পক্ষ হইতে রসুল হইয়া আসিয়াছে।

৬৩। (এবং) আমি আমার রাব্বের পয়গাম তোমাদিগকে পেঁৗছাইতেছি এবং তোমাদিগকে হিতকর নসিহত করিতেছি এবং আল্লাহ্(-র দেওয়া ইল্‌ম) হইতে আমি এমন কিছু জানি, যাহা তোমরা জান না।

৬৪। তোমরা কি এই কথায় আশ্চার্য বোধ করিতেছ যে তোমাদের রাব্বের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে নসিহতপূর্ণ এক কালাম আসিয়াছে যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা যায়।

৬৫। কিন্তু তবু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল। অতএব আমরা তাহাকে এবং তাহাদিগকে যাহারা তাহার নৌকার মধ্যে ছিল উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের সকলকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম, তাহারা এক অন্ধ জাতি ছিল।

৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা আদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই হুদ'কে (রসুল রূপে)

পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিঁনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নাই, অতএব তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না?

৬৭। তখন তাহার জাতির কাফের সর্দারগণ বলিল, (হে হুদ!) আমরা নিশ্চয় তোমাকে বেওকুফীতে মগ্ন দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত মনে করি।

৬৮। তখন হুদ বলিল, হে আমার জাতি! আমার মধ্যে বেওকুফির কিছু নাই, বরং (ইহা নিশ্চিত যে) আমি সকল জগতেয় রাব্বের পক্ষ হইতে রসুল হইয়া আসিয়াছি।

৬৯। আমি তোমাদিগকে আমার রাব্বের পয়গাম পেঁৗছাইতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদের জন্য একজন হিতকর নসিহতদাতা ও আমানতদার!

৭০। তোমরা কি এই কথায় আশ্চার্যবোধ করিতেছ যে, তোমাদের রাব্বের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে নসিহতপুর্ণ এক কালাম আসিয়াছে, যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে. এবং স্মরণ কর, যখন তিঁনি নূহের জাতির পর তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্তি করিয়াছেন এবং দৈহিক বল ও সংখ্যায় তোমাদিগকে বাড়াইয়াছেন, অতএব তোমরা আল্লাহর নিয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও।

৭১। তাহারা বলিল (হে হুদ!) তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য আসিয়াছ যেন আমরা (আল্লাহকে এক মানিয়া) কেবল এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের এবাদত করিত উহাদিগকে ত্যাগ করি? সুতরাং তুমি যে বিষয় আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি উহা আমাদের নিকট আন।

৭২। হুদ বলিল, নিশ্চয় তোমাদের উপর তোমাদের রাব্বের আযাব ও ক্রোধ পতিত হইয়াছে, তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক কর, যে নামগুলি তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ দিয়াছ, অথচ আল্লাহ্‌ উহাদের জন্য কোন দলীল নাযেল করেন নাই; অতএব তোমরা (আমার জন্য আযাবের) অপেক্ষা কর এবং আমিও তোমাদের সহিত (তোমাদের জন্য আযাবের) অপেক্ষা করিব।

৭৩। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে আপন রহমতে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং মোমেনদের সহিত শামিল হয় নাই, আমরা তাহাদের শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া দিলাম।

[‘তফসীরে সগীর’ হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ]

হাদিস শরীফ

রুইয়া-কাশফ এবং ইলহামের গুরুত্ব

১। হযরত আবু মুসা আশায়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, মক্কা হইতে এমন এলাকার দিকে হিজরত করিয়াছি, যেখানে অনেক খেজুর গাছ আছে। আমার খেয়ালে ইহার এই তাবির জন্মিল যে, ইহা 'ইয়ামাহ' বা 'হিজর' এলাকা। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে জানা গেল যে, ইয়াসরাব; তথা মদিনাকে বুঝাইল। তারপর, আমি স্বপ্নে দেখি আমি আমার তরবারি নাড়াইলাম, উহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার অর্থ (তাবির) এই প্রকাশিত হইল যে' ওহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হইলেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখিলাম যে, আমি পুনরায় তরবারি নাড়িলাম। তখন উহা পূর্বাপেক্ষাও ভাল হইল। ইহার অর্থ এই প্রকাশিত হইল যে, আল্লাহতায়ালা মুসলমানগণকে মক্কা বিজয়ের মহা নেয়ামত দান করিলেন এবং সব মুসলমানকে তাঁহার অনুগ্রহে একত্রিত করিলেন। আমি স্বপ্নে কি গাভী দেখিলাম এবং সঙ্গে কিছু মঙ্গলও দেখা গেল। এই গাভীগুলি দ্বারা তো ঐ সকল মুমেনকে বুঝাইতে ছিল, যাহারা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং মঙ্গল দ্বারা বুঝাইতেছিল সত্যের প্রতিফলন, যাহা আল্লাহতায়ালা বদর যুদ্ধে বিজয় রূপে প্রদান করিলেন।"

['বুখারী ; কিতাবুল-মানাবিব ; 'বাবু আলামাতুন নবুওয়াতে ফিল-ইসলাম ; ১:৫১১ পৃঃ]

২। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহানের গৃহে যাইতেন। ইনি হযরত ইবাদাহ বিন সামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিবি ছিলেন একদা যখন তিনি (সাঃ) সেখানে তশরীফ নিলেন, তখন হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) খাবার উপস্থিত করিলেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) বিশ্রামের জন্য শয়ন করিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) হুজুরের (সাঃ) মাথা বুলাতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর হুজুরের চোখ বিনিদ্রিত হইল। হাসিতে হাসিতে তিনি (সাঃ) জাগ্রত হইলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হুজুর হাসিতেছেন কেন?' হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন: আমি স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু লোক দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদে বাহির হইয়াছেন এবং সামুদ্রিক জাহাজে তক্ত-পোশের উপর বসা এরূপ দেখাইতেছে, যেন বাদশাহ।" হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন। 'হুজুর দোয়া করুন যে, আল্লাহতায়ালা আমাকেও এই দলে শামিল করেন। হুজুর (সাঃ) তাঁহার জন্য দোওয়া করিলেন। আবার তিনি (সাঃ) নিদ্রা গমন করিলেন। আবার হাসি মুখে জাগ্রত হইলেন। তখন উম্মে হারাম (রাযিঃ), জিজ্ঞাসা করিলেন: হুজুর (সাঃ) এখন কেন হাসিতেছেন?' হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন: এখন আমি আবার

উম্মতের কিছু 'মুজাহেদ' (জিহাদকারী) দেখিয়াছি। তাহারা সামুদ্রিক গুরুত্বপুর্ণ অভিযানে যাইতেছে" হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন: 'হে রসুলুল্লাহ, আপনি (সাঃ) দোওয়া করুন গাজীগণের মধ্যে আমাকে শামিল করেন। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন: 'না, তুমি প্রথম গ্রুপে যোগদান করিবে।" বস্তুতঃ আমীর মায়াবিয়ার সময়ে এই স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ হইল। হযরত উম্মে হারাম (রাযঃ) ক্রীটের সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন জাহাজ হইতে নামিয়া দ্বীপে প্রবেশ করিলেন এবং জন্তু আরোহণ, করিতেছিলেন, তখন পড়িয়া গেলেন এবং এরূপ আঘাত লাগিল যে, শহীদ হইলেন। ['বুখারী: কিতাবুৎ-তা'যবীর ; 'বাবুর্রো ইয়া বিন্নাহার ; ২ : ১০৩৭ পৃঃ]

৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইরাছেন: যখন যামানা শেষ হওয়ার উপক্রম ইইবে, তখন মুমেনের স্বপ্ন খুব অল্পই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অর্থাৎ, মুমেন সাচ্ছা খোয়াব (স্বপ্ন) পাইবে। মুমেনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ অংশ।

['মুসলিম ; 'কিতাবুরোইয়া ; ১ : ৪৮ পৃঃ]

৪। হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বমেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা ফরমাইতে শুনিয়াছেন: "যখন তোমাদের কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখে যে, উহা ভাল বোধ হয়, তবে উহা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে এক সুসংবাদ। এজন্য এই খোয়াব দেখায় আল্লাহতায়ালার 'হামদ' করিবে এবং লোককে তাহার স্বপ্নটি বলিবে।' অন্য এক রেওয়াতে আছে: আপন বন্ধুগণের নিকট বলিবে এবং যখন কোন কুস্বপ্ন দেখে; উহা শয়তানী স্বপ্ন। উহার অনিষ্ট হইতে খোদাতায়ালার পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। কাহারো নিকট তাহা বলিবে না। যদি সে এরূপ করে, তবে উহার অনিষ্টকারিতা হইতে নিরাপদ থাকিবে।"

[বুখারী ; কিলবুৎ-তা'বীর ; 'বাবুরোইয়া মিনাল্লাহ ; ২ : ১০৩৪ পৃঃ]

৫। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যখন তোমাদের কেহ কোন কুস্বপ্ন বেখে, সে তাঁহার বাম পার্শ্বে তিনবার থু থু দিবে এবং শয়তান হইতে আল্লাহতায়ালার তিনবার পানাহ প্রার্থনা করিবে এবং যে পার্শ্বে শয়ন করিয়াছে, উহা পরিবর্তন করিবে।"

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ :— **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পুর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

পচত্তর বছর পূর্বে দিল্লী সফর উপলক্ষে— "যিনি আগমন করিবার ছিলেন সেই প্রেরিত পুরুষ আমিই।"

১৯০৫ ইং সনের অক্টোবর মাসে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) দিল্লী সফরে যান। সেখানে জনৈক আব্দুল হক, যিনি সুফী আবুল খায়ের সাহেবের মুরিদানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার কয়েকজন তালেবে-এলেম সহ হযরত আকদাস (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দিল্লীর আরও বহু সংখ্যক অধিবাসীও উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা সকলেই কি দিল্লীয় অধিবাসী?" তাহারা বলিলেন, 'হাঁ। তারপর আব্দুল হক সাহেব প্রশ্ন করিলেন, 'আমি নিজেদের তসল্লির জন্য একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" হযরত আকদাস অনুমতি দান করিলেন।

আব্দুল হক—আগমনকারী মসীহ ও মাহদীর কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই কি আপনার উদ্দেশ্য না আপনি নিজেই মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীদার?

হযরত আকদাস—"আমি নিজ পক্ষ হইতে কোন কিছুই বলি না, বরং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এবং সেই ইলহাম অনুযায়ী বলিয়া থাকি—যাহাতে আল্লাহতায়ালা আমাকে বলিয়াছেন যে, 'যিনি আগমন করার ছিলেন সেই প্রেরিত পুরুষ আমিই" যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করিতে পারে এবং যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পারে।" কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ওফাত পাইয়াছেন এবং পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সে সম্বন্ধে চাক্ষস সাক্ষ্যও দান করিয়াছেন। কোন বিষয়ের প্রমাণের ক্ষেত্রে দুইটি জিনিসই সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া থাকে—প্রথম উক্তি; দ্বিতীয় কার্য বা ঘটনা। এস্থলে আল্লাহতায়ালার উক্তি (কওল) এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘটনা (ফে'ল) বিদ্যমান রহিয়াছে। মেরাজের রাত্রে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈসা (আঃ)-কে অন্য ন্য বিগত (ওফাত প্রাপ্ত) নবীদের মধ্যে একত্রে দেখিয়াছেন এই দুই সাক্ষ্যের পর আপনারা আর কি চাহেন?! তারপর খোদাতায়ালা আমার দাবীর সত্যতার সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত করেন। যে সত্যানুসন্ধানী এবং খোদাতায়ালার খওফ (ভয়) রাখে, তাহার পক্ষে সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়াছে। (এক ব্যক্তি পূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্‌র বাণী ও রসুলের (সাঃ) বাণী অনুযায়ী একান্ত বাস্তব প্রয়োজনের সময়ে দাবী করিয়াছে। ইহা সেই সময় (—হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল) যখন খৃষ্টধর্ম ইসলামকে গ্রাস করিতেছে। খোদাতায়ালা ইসলামের

সাহায্যার্থে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন উহা অপেক্ষা শ্রেয় ও উৎকৃষ্টতর আর কিছু হইতে পারে পারে না। উনিশ শত বৎসর যাবৎ খৃষ্টানদের আকিদা চলিয়া আসিতেছে যে, ঈসা (আঃ) খোদা এবং উপাস্য। বর্তমানে তাহারা চল্লিশ কোটি। তদুপরি মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাহাদের সমর্থন করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করিয়া যে, নিশ্চয় ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন; না তাঁহার খাদ্য প্রয়োজন, না কোন কিছু পান করার প্রয়োজন। সকল নবী রসুলই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন কিন্তু শুধু তিনিই জীবিতাবস্থায় সশরীরে আকাশে রহিয়াছেন। এখন আপনারাই বলুন, খৃষ্টানদের উপরে ইহার কি প্রভাব পড়িবে?

আব্দুল হক—খৃষ্টানদের উপর তো কোনই প্রভাব পড়িতে পারে না, যতক্ষণ না তলোয়ার প্রয়োগ করা হয়।

হযরত আকদাস—ইহা ভুল ধারণা। তলোয়ারের এখন প্রয়োজন নাই। এখন আর তলোয়ার প্রয়োগের যুগও নয়। ইসলামের প্রথম যুগেও তলোয়ার শুধু জালেমদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই তোলা হইয়াছিল, অন্যথায় ইসলাম ধর্মে বল প্রয়োগের অবকাশ নাই। তলোয়ারের যখম তো মিশিয়া যায়, কিন্তু হুজ্জত বা দলিল-প্রমাণের জখম মিশে না। যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী দ্বারাই এখন বিরুদ্ধবাদীদিগকে স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে হইবে। আমি আপনাদের হীতাকাঙ্খা ও কল্যাণের একটি কথা বলিতে চাই। একটু মনোযোগ সহকারে শুনুন। বিষয়টির উভয় দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যদি খৃষ্টানদের সামনে স্বীকার করা হয়—যে ব্যক্তিকে তোমারা খোদা এবং মাবুদ স্বরূপ মান, তিনি অবশ্যই এ যাবৎ আকাশে জীবিত আছেন; অথচ আমাদের নবী (সাঃ) তো ওফাত পাইয়াছেন কিন্তু সে ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন; তাঁহার পানাহারেরও দরকার হয় না'—তাহা হইলে এরূপ স্বীকৃতির কি ফল বা প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে? পক্ষান্তরে, যদি আমরা খৃষ্টানদের সামনে ইহা প্রমাণ করিয়া দেই যে, 'যে ব্যক্তিকে তোমরা উপাস্য ও খোদা বলিয়া মান, তিনি মারা গিয়াছেন, অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনিও মৃত্যু বরণ করিয়া মাটির নীচে সমাহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কবরও বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহার কি ফল ও প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে? বিতর্ক ফেলিয়া রাখুন এবং আমার বিরোধীতার কথাও আপাততঃ বাদ রাখুন। কেহ আমাকে কাফের বলুক দাজ্জাল অথবা অন্য যাহা খুশী বলুক, উহার আমি কিছুই পরোয়া করি না। আপনারা আমাকে ইহা বলুন যে, উল্লিখিত উভয় কথার মধ্যে কোনটির দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম সমূলে উৎপাটিত হয়?"

উক্ত বক্তৃতায় মিঞা আব্দুল হক সাহেব এতই অভিভূত হইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া হযরতে আকদাস ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হস্ত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আপনার কাজ করিয়া যান। আমি দোওয়া করি যে, আল্লাহতায়ালা আপনাকে উন্নতি দিন। আল্লাহ আপনাকে নিশ্চয় উন্নতি দান করিবেন, বিজয়ী করিবেন। ইহা নিশ্চিত সত্য।'

('বদর পত্রিকা ৩১শে অক্টোবর ১৯০৫ ইং এবং মলফুজাত, ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৭১—২৭২)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৩ ইং মসজিদে দ্বারউজ জেকের, লাহোর প্রদত্ত]

আমি এইরূপ নিদর্শনাবলী দেখিতে পাইতেছি যে, ইনশাল্লাহ অতি শীঘ্র দলে দলে লোকেরা আহমদীয়াতে প্রবেশ করিবে।

দূর-প্রাচ্যে খোদাতায়ালা নব বিজয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, এই জন্য আপনাদের উপর অতি বড় জিম্মাদারী বর্তাইবে।

পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধিত হইবে। মানুষকে এক নতুন জান্নাত প্রধান করা হইবে। কিন্তু প্রথমে আপনাদের হৃদয়ে এই জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

আপনাদের দায়িত্ব এই যে, আল্লাহতায়ালার তস্‌বীহ (মহিমা), তাহ্‌মিদ (প্রশংসা) ও এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করুন এবং রব্বে করীমের সহিত প্রেম ও মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করুন।

নিজেদের অন্তর পরিস্কার করুন। নিজেদের স্বভাব-চরিত্রে সংশোধন আনয়ন করুন। নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে পবিত্র করুন। নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসকে হেফাজত করুন।

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-নাসর তেলাওয়াত করেন ঃ

এবং বলেন, গতকাল আমি দূরপ্রাচ্যের সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া করাচী পৌছিয়াছিলাম। আল্লাহতায়ালার খুবই বড় এহ্‌সান যে তিনি আমাকে এই সফরে অনেক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করিয়াছেন এবং স্বীয় ফজল দ্বারা ঐ পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন যে পথে চলার সাহস ও শক্তি আমার ছিল না। আল্লাহতায়ালা স্বীয় ফজল দ্বারা হৃদয়গুলিকে খুলিয়া দিয়াছেন এবং আমার কথায় প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছেন ও এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে তরবিয়তের সুযোগও করিয়া দিলেন এবং তবলীগের সুযোও

করিয়া দিলেন, এবং পয়গাম পৌঁছানোর জন্য ঐ পথ খুলিয়া দিলেন যে পথ আমাদের জন্য খোলা ছিল না। এই অঞ্চলে যেহেতু জামাতের কোন বিশেষ প্রভাব ছিল না, এই জন্য বাহ্যতঃ এমন কোন কারণ দেখিতে পাইতেছিলাম না যে আমাদের আবেদনে আমাদের জন্য ঐ পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে। অনুরূপভাবে পত্র-পত্রিকা এবং বেতার মাধ্যমও আমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করিলেন এবং জামাতের জন্য মানুষের হৃদয় নরম করিয়া দিলেন। তাহারা আমাদের সহিত বড়ই সহযোগিতা করিয়াছে এবং তাহাদের মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়ার পয়গাম লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট পৌঁছিল।

আল্লাহতায়ালার ফজল ও এহ্সানের সহিত খুবই কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করিয়াছি। এইরূপ মনে হয় যে সোয়া এক মাসে কয়েক বৎসরের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে এবং কয়েক বৎসর পর প্রত্যাবর্তন করিতেছি। প্রকৃত কথা তো ইহাই যে সময় ঘড়ির দ্বারা নয়, বরং ঘটনাবলী দ্বারা যাচাই করা হইয়া থাকে। এক অলস ব্যক্তি যাহার জীবন কর্মশূন্য সে যদি একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার জীবন কার্যতঃ একজন কর্মব্যস্ত মানুষের কয়েকদিনের জীবনের সমান। আল্লাহতায়ালা যদি তৌফিক দান করেন এবং যদি ঘটনাবলী দ্রুতবেগে মানুষের জীবনে অতিবাহিত হইতে থাকে তাহা হইলে খুব কম সময়ে এইরূপ মনে হইবে যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ সকালে আমি করাচীতে এক বন্ধুকে বুঝানোর চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম যে এইরূপ খুব কমই হইয়া থাকে যে একজন সাধারণ মানুষের জীবনে এক হাজার লোকের সহিত ব্যক্তিগত এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিচয় ঘটে, এবং একে অন্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে ও একে অন্যের সহিত মিলিয়া পরস্পরের মধ্যে আবেগময় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহা একটুও অতিরঞ্জিত নয় যে এই সফরে আমার সহিত কয়েক সহস্র বন্ধুর গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, এবং আমরা একে অন্যকে নিকট হইতে দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি।

অতএব যদি অন্য সকল বিষয় বাদও দেওয়া হয় তথাপি একমাত্র এই বিষয়টাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কেবলমাত্র সাক্ষাতের দিক হইতেই এইরূপ মনে হইতেছিল যে সফরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি। ফিল্মের মত চেহারা সম্মুখে আসিতেছিল এবং অতঃপর চেহারার পরে কথাবার্তা অগ্রসর হইল এবং আত্মার সহিত পরিচয় ঘটিল, প্রেমও মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। তাহাদেরও ঈমান বৃদ্ধি পাইল। তাহাদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আমার ঈমানেও দীপ্তি আসিল। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালার আমার ও আমার সংগীগণ সকল সময় খুবই ব্যস্ত ছিলাম। এই এহ্সানের জন্য আমরা যতই শোকর আদায় করি না কেন উহা কম হইবে। আমাদের ভাষায় শক্তি নাই যে যথাযোগ্য শোকর আদায় করিতে পারি। কিন্তু ইহা শুধু আমার জন্য শোকরের মোকাম নহে, বরং সমগ্র জামাতের জন্য শোকরের মোকাম। কেননা আমি ব্যক্তিগত মর্যাদায় তো

এই সফর করিতেছিলাম না আমার সংগীরাও ব্যক্তিগত মর্যাদায় আমার সাথে ছিল না। আল্লাহতায়ালার এহ্সান সমগ্র জামাতের উপর রহিয়াছে।

যেমন আমি পূর্ববর্তী সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলাম যে আমার নিকট তো এইরূপ মনে হইতেছিল যে জামাতের বন্ধুগণের দোয়া কবুল হইয়া ফলের আকারে আমার নিকট অবতীর্ণ হইতেছে এবং খোদার রহমত আসিতে দেখিতেছিলাম, এইরূপ মনে হইতে-ছিল যে কোন আশা নাই, কিন্তু হঠাৎ অদৃশ্য হইতে কুদরতের হস্ত প্রসারিত হইতেছে এবং উহা সাহায্য করিয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই ইহাতে সমগ্র জামাত অন্তর্ভুক্ত। খলিফা এবং জামাত দুইটি সতন্ত্র অস্তিত্ব নহে, বরং একটা অস্তিত্বেরই দুইটি দিক ও দুইটি নাম এই কারণে কেবল আমার জন্য নয়, বরং আমাদের সকলের জন্য আল্লাহতায়ালার শোকর করা কর্তব্য। তিনি স্বীয় ফজল দ্বারা আমাদের সকলের উপর এহসান করিয়াছেন। কিন্তু যেমন আমি বলিয়াছি যে এক মজলিসে অথবা কয়েকটি মজলিসেও এই সকল বিস্তারিত বিষয় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই জন্য আমি ভাবিলাম আজ আপনদিগকে ফিজি সম্বন্ধে কিছু কথা বলিব। এই কথাগুলি এইরূপ যে ঐগুলি শুনিলে আপনাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইবে এবং ধর্মের জন্য পূর্বের চেয়ে অধিক খেদমত করার উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে এবং ভবিষ্যতে আপনারা দেখিবেন যে আমাদের সম্মুখে কি কি দায়িত্ব আসিতেছে। ঐ সকল দায়িত্ব পালন করার জন্য ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছি, ঐ আয়াত এই অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। "ইযা জাআ নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাত্হোওয়া রাআয়তান্নাসা য়াদখোলনা ফি দীনিল্লাহে আফওয়াজা" বলিয়া আল্লাহতায়ালা শুভ সংবাদ দান দান করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, এইরূপ সময় আসিবে যে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিবে এবং খোদার নিকট হইতে বিজয় আসবে ও খোদার নিকট হইতে সাহায্য আসিবে! এই ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা কেবল শুভ সংবাদই দান করেন নাই বরং এইরূপ কোন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, যাহার প্রতি মানুষ মনোযোগ দেয় না যখনই কেহ সাহায্য লাভ করে তখন মস্তিস্কে কীট প্রবেশ করে যে ইহা আমার প্রচেষ্টায় সাধিত হইয়াছে, আমার জ্ঞান আমার চালাকিতে সাধিত হইয়াছে, আমার জ্ঞান দ্বারা এইরূপ হইয়াছে, আমি কিরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিরূপ সুন্দর তদবীর করিয়ালিাম কিরূপ সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলাম এবং কিরূপ উত্তম প্রচেষ্টা করিয়াছিলাম। মানুষের নফস মানুষকে এই জাতীয় কুধারণার মধ্যে নিপতিত করিতে থাকে। সুতরাং খোদাতায়ালা ইহা বলেন নাই যে সাহায্য বিজয় তোমাদের প্রচেষ্টার ফলে সাধিত হইবে। তোমরা স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা তো পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে পার না। তোমরা এই মহান কর্ম্ম-সাধন করার যোগ্য নও যে মানুষের হৃদয়ে বিপ্লব আনয়ন করিতে পার। ইহা খোদার কাজ। এই জন্য আল্লার সাহায্য আসিবে। আল্লার নিকট হইতে বিজয় আসিবে। খোদাই মানুষকে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করাইবেন, আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

যখন খোদার নিকট হইতে বিজয় ও সাহায্য আসিবে তখন খোদার তসবিহ করা ও এসতেগফার করা তোমাদের কর্তব্য। বাহ্যতঃ বিজয়ের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বিজয়ের সময় তো ইহা বলা হয় যে ঢোলক বাজাও, নাচ, গাও এবং উৎসব কর। কিন্তু খোদাতায়ালা এই সকল জিনিষের মধ্যে কোনটারই উল্লেখ করেন নাই। বরং বলা হইয়াছে যে যখন খোদার নিকট হইতে সাহায্য আসে এবং বিজয় সাধিত হয়, "ফা সাব্বেহ্ বেহাম্‌দে ওয়াস্‌তাগফেরহো" তখন খোদা তায়ালার তাসবীহও কর, তাঁহার প্রসংশা গীতিও গাও এবং এসতেগফারও কর যেন তোমাদের নফসে যদি আমিত্বের সামান্যতম কীটও সৃষ্টি হইয়া থাকে উহা যেন ধ্বংস হইয়া যায়। তোমাদের মনোযোগ এই দিকে ফিরিয়া আনা উচিৎ যে, যে স্বত্তা এই সাহায্য করিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রসংশা গীতি গাহিব, যিনি আমাদিগকে এই বিজয়ের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন তাঁহার তসবি করিব, তসবিহও তাহমিদ এই জন্য প্রয়োজনীয় যে, ধর্ম্মের বিজয় বলিতে যে বিজয়কে বুঝায়, ইহা ব্যতীত এই বিজয় কোন উপকারে আসে না। যদি আপনারা তসবিহ ও তাহমিদ ব্যতীত ধর্মের কোন বিজয় লাভ করেন তাহা হইলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং উপকারের পরিবর্তে কোন কোন সময় উহা আপনাদের অনিষ্টের কারণও হইতে পারে।

ধর্মের বিজয়তো নির্ধারিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন সময় ঐ বিজয় এইরূপ সময়ে আসিয়া থাকে যখন ধর্ম বিকৃত অবস্থায় থাকে, খোদা তো তাঁহার ওয়াদা পুর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি ধর্মকে জয়যুক্ত করিলেন, কিন্তু লোকেরা পদস্খলিত অবস্থায় আছে যাহার দরুন কার্যতঃ ঐ বিজয় অর্থহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এইরূপ অনেক জাতি আমাদের সম্মুখে আছে যাহাদের ইতিহাস হইতে ইহা জানা যায় যে খোদাতো তাহাদিগকে বিজয় দান করিরাছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সমস্ত লোকেরা পথভ্রান্ত ছিল এবং বিজয় দ্বারা কোন ফায়দা লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্য আল্লাহতায়ালা বলেন যে যখন আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সাহায্যও বিজয় আসে তখন "ফা সাব্বেহ্ বেহাম্‌দ রাব্বেকা" তোমরা তোমাদের রাব্বের মহিমাগীতি গাহিবে এবং তাঁহার প্রশংসা করিবে। অর্থাৎ তোমাদের রাব্বের নিকট হইতে দুই প্রকারের শক্তি অর্জন করিবে। একটিতো ইহা যে তসবিহের মাধ্যমে খোদার হুজুরে এই নিবেদন করিবে যে আমরা তো ত্রুটিমুক্ত নই, আমাদের সবকিছুতেই ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। এই জন্য হে খোদা! তুমি মুক্ত। তোমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি, আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির ফলশ্রুতিতে যে সকল দুর্বলতা থাকিয়া যায় ঐ সকল হইতে এই সকল জাতিকে হেফাজত কর যাহারা ইসলামে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ যেন না হয় যে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দুর্বলতা সমূহ তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেই। এবং যেহেতু ইহারাও দোষ ত্রুটি মুক্ত নয়, এইজন্য এমন যেন না হয়, যে যখন এই সকল লোক আমাদের মধ্যে আসে তখন তাহাদের কুধারণা ও কদাচার এবং দুর্বলতা লইয়া আমাদের মধ্যে আসে।

সত্য ঘটনা এই যে যখনই ধর্ম বিজয় লাভ করে এই Process এবং এই ঘটনা নিশ্চয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। যেহেতু একদিকে তো এইরূপ হয় যে প্রবেশকারীরা যখন পূর্ববর্তীদের দুর্বলতাসমূহ দেখে তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হোঁচট খাইয়া যায় এবং প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে অর্থাৎ মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইতে থাকে। তাহারা লোকদিগকে নিকট হইতে দেখিয়া থাকে, তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে ইহাদের মধ্যে তো অনেক ব্যাধি আছে। ইহারা তো এতখানি উত্তম নয় যতখানি উত্তম মনে করিয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম। অন্যদিকে কিছু কিছু লোক যাহারা প্রত্যাবর্তন করে না (বরং অধিকাংশ প্রত্যাবর্তন করে না) তাহারা এই সমস্ত দুর্বলতার শিকার হইয়া পড়ে যাহা প্রথম হইতে বিদ্যমান আছে। তাহারা বলে, কিছুই যায় আসে না, যেইরূপ প্রথমে ছিল এখনও তদ্রুপই আছে এবং প্রথমে যদিআমরা দুর্বল ছিলাম তো এই সমস্ত লোকেরাও তো দুর্বল। এই সকল দুর্বলতা ও পাপকার্যে নিমগ্ন হওয়ার মধ্যে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। অতএব ঐ জাতি খুবই হতভাগ্য যাহাদিগকে খোদা বিজয় দান করেন, কিন্তু তাহারা খোদা প্রদত্ত এই বিজয়ের তাৎপর্যকে পণ্ড করিয়া দেয়।

অন্যদিকে এই সকল লোক তাহাদের অনেক কিছু বন্দ লইয়া প্রবেশ করে। বস্তুতঃ তোমরা দেখিতে পাইবে যে ইসলামের ইতিহাসে অধিকাংশ বেদায়ত এবং দোষত্রুটি—দেশের অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভারতে এক ধরণের বেদয়াত রহিয়াছে এবং এক ধরণের কদাচার রহিয়াছে যেগুলি ইসলামে প্রচলিত হইয়াছে। ইরান বিজয়ের সময় এক ধরণের পাপাচার প্রবেশ করে। খৃষ্টানরা যখন আসিল তখন অন্য ধরণের আরো কিছু পাপাচার লইয়া আসিল। ইহুদিরা প্রবেশ করিল তখন তাহারা তাহাদের স্বভাবের দোষত্রুটি লইয়া আসিল। আগন্তুকেরা কখনো তাহাদের সমস্ত পাপাচার পরিত্যাগ করিয়া আসে না। তাহারা কিছু পাপাচার সঙ্গে লইয়া আসে এবং ঐগুলির সংস্কার করিতে হয়। এই জন্য আল্লাহতায়ালা তসবিহের মাধ্যমে আমাদিগকে এই পয়গাম দিয়াছেন যে নবাগতরাও পবিত্র নয় এবং তোমরাও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র নও। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বীয় রাব্বের তসবীহ না কর যে, হে খোদা! কেবল আমাদের পাপই যেন তাহাদের মধ্যে প্রবেশ না করে, বরং তাহাদিগকেও পবিত্র করিয়া দাও যেন তাহাদের পাপ আমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিজয় তোমাদের কোন কাজে আসিবেনা। বরং হইতে পারে যে এই বিজয়কে তোমরা সম্পূর্ণরূপে এইরূপ যোগ্য না থাকিতে দাও যে ধর্মের ইতিহাসে ইহার কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে। ইহা একটি সুদীর্ঘ বিষয়। আমি এখন এই বিষয় ছাড়িয়া আরো সম্মুখে অগ্রসর হইতেছি।

আল্লাহতায়ালা হমেদের পয়গাম দিয়াছেন। খোদার প্রশংসাগীতি গাহিবার অর্থ কেবল ইহাই নহে যে, আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের প্রশংসার পিয়াসী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন যে প্রথমে তসবিহ্ ও পরে হামদ করিলে তিনি আমাদিগকে এই প্রদত্ত বিজয়ের পুরস্কার দান করিবেন। যদি কাহারোও মস্তিষ্কে এইরূপ ধারণা থাকে তাহা হইলে উহা খুবই বাজে ধারণা। তিনি তো তসবীহ ও তাহমিদের উর্দ্ধে। তিনি তো সমগ্র বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডের মালিক। মানুষ সৃষ্টি হউক বা না হউক, এই পৃথিবী এবং এই যুগ থাকুক বা না থাকুক, তিনি সমগ্র

বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডব্যাপী পরিব্যাপ্ত এবং সর্ব যুগ ব্যাপিয়া পরিব্যাপ্ত। যে সকল পয়গাম তিনি দান করিয়া থাকেন। বলা হইয়াছে যে, যখন তোমরা খোদার প্রশংসা কর তখন এইরূপ দোওয়া কর যাহাতে তোমাদের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আশা-আকাংখা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। যদি তোমরা আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা কর, তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা কর তাহা হইলে তোমাদের হৃদয় ইহাতে এই দোওয়া নির্গত হওয়া উচিৎ যে হে খোদা! পাপাচার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হউক, না তাহারা আমাদের নিকট হইতে পাপ অনুশীলন করিবে, না আমরা তাহাদের নিকট হইতে পাপ অনুশীলন করিব। এইরূপ ক্ষেত্রে হামদ দুই পক্ষ হইতে নির্গত হয়। তাহারা তাহাদের সৌন্দর্য লইয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করুক এবং আমরা আমাদের সৌন্দর্য তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করাইব এবং এক আজিমুশ্বান জাতির সৃষ্টি হইবে। ইহাই ইসলামী বিজয়ের রূপরেখা আহমদীদিগকে মনে রাখিতে হইবে। কেননা আমি এইরূপ নিদর্শনাবলী দেখিতে পাইতেছি যে ইনশাল্লাহ অতি শীঘ্র দলে দলে মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করিবে এবং দূরপ্রাচ্যে খোদাতায়ালা নব বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। এই জাতীয় হৃদয়গুলিতে বিপ্লব সাধিত হইতেছে যাহারা শোনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। যখন তাহারা ইসলামের পয়গাম শোনে তখন অভিযোগ করে এবং বলে যে আপনারা পূর্বে কোথায় ছিলেন, আমাদের নিকট কেন আসিলেন না। এই জন্য আমি মনে করি যে এই বিজয়তো আসিবেই আসিবে ইহা খোদার ফয়সালা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কেই নাই যে এই ফয়সালা পরিবর্তন করিতে পারে। এখন এই সকল লোকদিগকে প্রীতি ও মহব্বতের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুতি নিন। নিজেদের হৃদয়ে পরিষ্কায় করুন। নিজদের স্বভাব-চরিত্রকে সংশোধন করুন। নিজদের ধ্যান-ধারণাকে পবিত্র করুন। নিজদের ধর্ম-বিশ্বাসকে হেফাজত করুন। আপনাদের উপর খুব বড় ধরণের দায়িত্ব বার্ত্তাইতে যাইতেছে. আপনারা ইহাদের নিমন্ত্রণকারী হইতে চলিয়াছেন, এই জন্য পাপাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের মন ও মানসিকতাকে মজবুত করুন, যাহাতে এই নুতন জাতিগুলির সহিত যখন আপনাদের ব্যাপক সম্পর্ক কায়েম হইবে তখন আপনারা যেন তাহাদের পাপাচারকে প্রতিরোধ করিতে পারেন এবং পূর্বাহ্নেই আপনারা নিজদের পাপাচারকে দূর করিতে পারেন। অথবা ন্যূনপক্ষে এস্তেগফার করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন যেন পাপাচার তাহাদের মধ্যে প্রবেশ না করে, অতঃপর প্রশংসাগীতি গাহিতে থাকুন, নিজদের সৌন্দর্য সৃষ্টি করুন/ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করিয়া এই পৃথিবীতে জান্নাত সৃষ্ঠি করুন।

অধিকাংশ লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে ঐ VIOPIA কি যাহা মানুষের ধরণায় একটি স্বপ্ন ও একটি গল্প যে পৃথিবীতে এক মহান স্বর্ণ যুগ আসিবে যখন চতুর্দিকে শান্তি বিরাজ করিবে এবং মানুষ এই জান্নাত লাভ করিবে যাহার জন্য সম্ভবতঃ তাহারা মনে করে যে মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহা ইসলামের বিজয়ের জান্নাত, কিন্তু ইহার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে কঠোর প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবে প্রত্যেক আহমদীকে

পুনরায় হামদের বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করিতে হইবে। এই আকাংখা লইয়া প্রবেশ করিতে যে খোদার খাতিরে আমাদের উপর যে দায়িত্ব বার্তাইয়াছে, উহা পালনের জন্য আমাদিগকে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণার সংস্কার করিতে হইবে, নিজদের স্বভাব চরিত্রকে সুন্দর করিতে হইবে, নিজদের অভ্যাসগুলিকে সুন্দর করিতে হইবে, নিজদের মেজাজকে সুন্দর করিতে হইবে। এই সকল বস্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ঘটনাবলী। এইগুলি কোন বাধ্যতামূলক হামদ নহে যে আপনারা নামাজে কয়েক মিনিটের জন্য কাল্পনিক হামদ আদায় করিয়া বাহিরে আসিয়া ভুলিয়া গেলেন যে আপনারা কি বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তসবিহ তাহমিদের বিষয়ব বস্তু এবং দোষ ত্রুটি দুর করার বিষয় বস্তু তো আমাদের দৈনন্দিন জীবতে প্রবেশ করিয়া থাকে, উহা স্বপ্নেও আমাদের সঙ্গে থাকে, উঠিবার সময়ও আমাদের সঙ্গে থাকে, যখন আপনারা খাদ্য গ্রহণ করতে থাকেন ঐ সময়ও উহা আপনাদের সঙ্গে থাকে, যখন আপনা অজু করিতে থাকেন ঐ সময়ও উহা আপনাদের সঙ্গে থাকে, যে সময় আপনারা লেনদেন করিতে থাকেন ঐ সময়ও উহা আপনাদের সঙ্গে থাকে এবং স্ত্রী পরিজনের সম্পর্কের মধ্যেও এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মধ্যেও উহা আপনাদের সঙ্গে থাকে। বস্তুতঃ প্রত্যহ মানুষের জীবনে এইরূপ সীমাহীন ও অসংখ্য সুযোগ আসিয়া থাকে যখন সে নিজের কোন কোন দোষ ত্রুটি দূর করিতে পারে, যদি সে সুযোগ করিতে পারে। যদি সে সজাগ মস্তিষ্কে আত্ম বিশ্লেষণ করে এবং কোন কোন ঐরূপ সৌন্দর্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে, যেমন কথা বার্তায় খারাপ স্বভাব পরিত্যাগ করে কথোপকথনে ক্রোধও কঠোরতাকে নম্রতায় পরিবর্তন করিয়া দেয় এবং মনে করে যে আজ আমি এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি এবং এখন আমি ঐ মন্দ অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছি, এইরূপভাবে যখন সে খোদার প্রশংসাগীতি গাহিবে ও তাঁহার গুণাবলীর বিষয় বস্তুতে মগ্ন হইবে, তাহা হইলে সে ঐশী গুণাবলীর রঙ ধারণ করিতে শুরু করিবে। এইরূপে স্বভাব চরিত্র সংশোধন করার ইহার চাইতে উত্তম পন্থা আর কিছু নাই, যখন আপনারা বলেন "আলহামদুলিল্লাহে রাব্বেলআলামীন" তখন ইহা হামদের বিষয় বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে। আল্লাহ বিশ্ব ব্রাহ্মণ্ডের রাব্ব। তিনি সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতিলালক। রাব্বের অর্থ এই যে, যে কোন ব্যক্তি খোদার আশীষ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সে পুর্বের চাইতে উত্তম হইতে শুরু করে, যদি কোন বাক্তির মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি হইয়া যায় যে খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যে উত্তম হইতে শুরু করিয়াছে তাহা হইলে ইহাকে রাবুবীয়তেধ গুণের বিকাশ মনে করা হয়। এই গুন সব চাইতে অধিক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল। কেননা তিনি আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর পরম বিকাশস্থল ছিলেন পরশ পাথর সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, যে কোন বস্তু ইহার সংস্পর্শে আসে উহা সোনা হইয়া যায়। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জুতার মোকাবলায় পরশ

পাথর কি মর্যাদা রাখে! তিনি যে স্থানে অতিক্রম করিতেন, ঐ স্থানের পরিবর্তন সাধন করিয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি খুবই আশ্চার্যজনক বিপ্লব সাধন করিয়াছিলেন, তিনি একটি অত্যন্ত নগণ্য ও হীন সোসাইটিকে ধরিলেন এবং অতি সুউচ্চ মোকামে পৌঁছাইয়া দিলেন, ইহাকে বলা হয় আল্লাহতায়ালার রাব্বুবীয়ত গুণের পরম বিকাশ তথাপি রব্বুবীয়তের বিষয়বস্তু খুবই বিস্তৃত ও প্রশস্ত। ইহার অধীনে খোদার অনেকগুলি গুণাবলী আসিয়া পড়ে এই সকল গুণাবলী রব্বুবীয়তের অধীনে প্রকাশিত হয়। কোরআন করীমে যেখানেই রাব্বের উল্লেখ আছে যেখানে কখনো কোন কোন গুণের এক প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, আবার কখনো কোন কোন গুণের অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ এই যে যখন আপনারা রাব্বুবীয়তের দরজা দিয়া হামদে প্রবেশ করিবেন তখন আপনাদের জন্য এইরূপ অনেক নুতন নুতন পথের সন্ধান মিলিবে এবং নুতন নুতন রাস্তা খুলিয়া যাইবে যাহার উপর সফর করিয়া আপনারা পূর্বের চাইতে অধিক সৌন্দর্য ধারণ করিতে থাকিবেন। অতএব ইহাই হইল হামদের বিষয় বস্তু যাহা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করিতে থাকিবে।

পুনরায় বলা হইয়াছে "আররাহমানিররাহীম" রহমানীয়ত গুণের মধ্যে তো এই মহিমা আছে যে, কোন মানুষ চাহুক অথবা না চাহুক আল্লাহ তাহাকে কৃপা করেন। সে যদি অকৃতজ্ঞও হয় তথাপি তাহাকে কৃপা করেন। সে যদি তাঁহাকে গালিও দেয় তথাপি তিনি তাহাকে কৃপা করেন অতএব রহমানীয়ত এইরূপ সাধারণ একটি আশীষ যাহার মধ্যে সমগ্র মানবজাতি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, ইহার কোন কোন দিক সম্পর্কে আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে আজ কেবল আমি এতটুকু বলিতে চাই যে রহমানীয়তের কোন কোন দিক এইরূপ আছে যাহার মধ্যে কাফের ও পৌত্তলিক সমভাবে অংশীদার হইয়া চলিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছানুযায়ী খোদাকে গালাগালি করে, তাঁহার সম্পর্কে খারাপ ভাষা ব্যবহার করে এবং খোদার মান্যকারীদিগকে দুঃখ দেয়, তথাপি রহমানিয়তের গুণের অধীনে খোদা তাহার উপর ফজল করা হইতে বিরত হন না। তবলীগও রহমানীয়তের সঙ্গে এক দিক হইতে সম্পর্কযুক্ত, কেননা তবলীগের পথে খোদার বান্দা আপনার সহিত হুবহু ঐরূপ আচরণ করে যাহা কোন কোন জালেম বান্দা তাহার রহমান খোদার সহিত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মানুষের হাতে কষ্টের পর কষ্ট পাইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি মানব জাতির প্রতি উপকারের পর উপকার করিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় আমল দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে রহমানীয়তের গুণ সবচাইতে অধিক তাঁহার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

পুনরায় রহিমীয়ত আছে। ইহার একটি আলাদা বৈশিষ্ট এই যে যখন আপনি কাহারও উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাহার উপকারের কথা চিন্তা করেন, তখন একবার উহা করিয়া ভুলিয়া যাইবেননা। সেইরূপে খোদতায়ালা মানুষের উপর বার বার আশীষ ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, অনুরূপভাবে আপনার মাধ্যমেও মানব জাতি আল্লাহতায়ালার রহিমীয়ত ও আশীষ লাভ

করিবে এবং আপনার মধ্যেও রহিমীয়তের গুণ বিকাশ লাভ করিবে। আপনার প্রচেষ্ট ইহা হইবে যে আপনার মাধ্যমে যেন আল্লাহতায়ালা মানব জাতির উপর বার বার ফজল করেন। প্রকৃতপক্ষে তবলীগ করিয়া যে সমস্ত লোক ভুলিয়া যায় তাহারা রহমান হওয়ার জন্য তো কিছু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা রহিম হইতে পারেন না। ফলের সম্পর্ক রহিমীয়তের সঙ্গে রহিয়াছে। পৃথিবীতে যতটুকু ফলের নিজাম রহিয়াছে, উহা রহিমীয়তের সঙ্গে সম্পৃক্তা রহমানীয়ত ঐ উপাদান সরবরাহ করে যাহার ফলশ্রুতিতে একটি বস্তু যখন অন্য একটি বস্তুর সহিত মিলিয়া কার্যকরী হয় তখন ফলোদয় হইয়া থাকে। এবং রহিমীয়ত ফল দান করিয়া থাকে।

রহিমীয়তের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট অনুযায়ী প্রত্যেকটি শ্রমের জন্য উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইহার চাইতে কয়েকগুণ বেশী দান করা হয়। সুতরাং আপনারা লক্ষ্য করুন, ফলের রাজ্যে সর্ব্বত্র আপনারা রহিমীয়তের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। উদাহরণ স্বরূপ যদি খোদাতায়ালা পৃথিবীতে শ্রমের দশগুণ অথবা একশতগুণ অথবা সাতশত গুণ প্রতিদান না দিতেন তাহা হইলে সমস্ত প্রাণীকুল বহু পূর্বে ধ্বংস হইয়া যাইত এবং EVOLUTION বা ক্রমোন্নতি যে প্রকারেই হইয়া থাকুক, উহা কখনই অস্তিত্বে বিকাশ লাভ করিত না। ইহা প্রকৃতপক্ষে রহিমীয়তের নিদর্শন যে তিনি শ্রমের প্রতিদান দান করেন এবং যতখানি পরিশ্রম করা হয় উহার চাইতে অনেকগুণ অধিক প্রতিদান দান করেন। চাষীকে দেখুন, সে পরিশ্রম করিয়া একটি শস্যবীজ জমিনে ফেলে, কিন্তু ঐ শস্যবীজটি কোন কোন অবস্থায় কুরআন করীম অনুযায়ী কয়েকশত গুণও বাড়িয়া যায়। বরং ইহার চাইতেও অধিক হইয়া হায়।

অতএব ফলের এই নেজামের সহিত রহিমীয়তের সম্পর্ক আছে। খোদাতায়ালার কুদরত রহিমীয়ত গুণের অধীনে বার বার ঐ মৌসুম লইয়া আসে এবং ঐ অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেয় যাহাতে অধিক হইতে অধিক ফল লাগিয়া থাকে, এবং মানুষ ইহাতে খোদা তায়ালার রহিমীয়তের নিদর্শন দেখে। অতএব তবলীগে তখনই ফল ধরিবে এবং তখনই আপনারা মানব জাতির (কল্যাণ সাধন করার যোগ্য হইবেন যখন আপনারা খুব ধৈর্য্যের সংগে ও খুব সাহসের সংগে এবং নেহায়েত বিনয়ের সংগে খোদাতায়ালার রহিমীয়তের গুণের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। রহিমীয়তের অধীনেও অনেক গুণ আছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন করীমের ইহা একটি আশ্চার্য্যজনক পদ্ধতি যে খোদাতায়ালার মৌলিক গুণাবলী যাহা সুরা ফাতেহায় বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐগুলিকে পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন মওকায় পেশ করা হইয়া থাকে। ইহার ফলে মানুষের সামনে আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর একটি স্পষ্ট ধারণা উন্মোচিত হইতে থাকে এবং ইহার মধ্যে রহিমীয়ত গুণ কার্য্যকরী হয় ও এই সত্য উদঘাটিত হইতে থাকে যে খোদাতায়ালার সমস্ত গুণাবলী এই চারটি মৌলিক গুণেরই প্রতিচ্ছবি। ইহাই সুরা ফাতেহায় বর্ণিত হইয়াছে। একটি গুণও এইগুলির বাহিরে দৃষ্টি গোচর হইবে না। রহিমীয়তের নেতি বাচক শব্দ কি? এইগুণ না থাকিলে কি হইত?

খোদার নেতি বাচক গুণ (নেতি বাচক ত কোন বস্তু নয়) এই অর্থে আছে সে কুরআন করীমে আপনারা রহিমীয়তের বিপরীত গুণ দেখিতে পাইবেন। অনুরূপভাবে রহমানিয়ত যদি না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে অনেক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইত। তখন খোদাতায়ালার এইরূপ কোন কোন গুণ আপনাদের দৃষ্টি গোচর হইবে যাহা রহমানিয়তের বিপরীত এবং এইরূপ গুণাবলী ঐ সকল জাতির জন্য প্রকাশিত হয় যাহারা রহমানিয়তের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে না।

সুতরাং বাহ্যতঃ হামদের গুণ রহিয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে তসবীহর বিষয়বস্তুও আসিয়া পড়ে। সুরা ফাতেহার নেজাম একটি পরিপুর্ণ নেজাম। এই কথা চিন্তা করিয়া যখন আপনারা হামদের বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করেন তখন গভীভোবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে আমরা কিরূপ খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি এবং আমরা বান্দার জন্য কি ঐরূপ হওয়ার চেষ্টা করিতেছি? যদি ঐরূপ হইয়া যান তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিণামে ঐ ফলোদয় হইবে যাহার দিকে সুরা ফাতেহা আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ মানুষ যদি রাব্ব হইয়া যায় অর্থাৎ সে যদি নিজের মধ্যে রবুবীয়তের গুণ সৃষ্টি করে, রহিম হইয়া যায় এবং নিজের সীমার মধ্যে ও নিজের পক্তি সামর্থের মধ্যে রহিমীয়তের গুণ সৃষ্টি করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে "মালেকে য়াওমেদ্দীন" পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। বস্তুতঃ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়া সাল্লাম এই বিষয় বস্তুটি উদঘাটন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সকল নবীগণের মধ্যে মালেকীয়ত গুণের পরিপুর্ণ বিকাশস্থল একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই ছিলেন। অর্থাৎ মালেকীয়ত গুণের পরম বিকাশস্থল ছিলেন। তিনি আল্লাহতায়ালার রবুবীয়ত পরিপুর্ণরূপে এখতেয়ার করিয়াছিলেন। রহমানীয়ত গুণও তিনি পরিপুর্ণরূপে এখতেয়ার করিয়াছিলেন। এবং তিনি অভাবনীয় রূপে রহিমীয়ত গুণও এতখানি এখতেয়ার করিয়াছিলেন যে ফলতঃ তিনি মালেকীয়ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলন। অর্থাৎ ঐ খোদা যিনি মালেক তাঁহার সহিত তাঁহার কামেল মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক বস্তু তাঁহার কুদরতের অধীনে এবং প্রত্যেক পরিণতি তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। খোদাতায়ালা তাঁহাকে স্বীয় মালেকিয়তের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তাঁহাকে ঐ বাদশাহী দান করিলেন যাহা খোদার বাদশাহী ছিল। তাঁহার কথা খোদার কথা হইয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা খোদার ইচ্ছা হইয়া গেল। তাঁহার গজব খোদার গজবে পরিণত হইল এবং তাঁহার দয়া আল্লার দয়াতে পর্যবসিত হইল। ইহাই হইল সুরা ফাতেহায় বর্ণিত মালেকীয়ত গুণের বিষয় বস্তু যাহা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্মুখে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক কৃতকার্যতার পথ ইহাই যে মনুষ যেন এই তিনটি গুণ এখতেয়ার করিয়া স্বীয় খালেক ও মালেক রাব্বের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। তখন খোদার মালেকীয়ত গুণ এই তিনটি গুণকে উজ্জল করিয়া দেয় এবং উহাদের প্রয়োগকে একটি নতুন মর্যাদা দান করে। যদি কোন মানুষ রহমানীয়ত গুণের

বিকাশস্থল হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে যদি মালেকীয়তের গুণ না থাকে তাহা হইলে তাহার সীমা যেন এক নির্দিষ্ট সীমা। ইহার চাইতে অধিক সে অগ্রসর হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির উপর আপনি যতই দয়া পরবশ হউন না কেন, তাহাকে সব কিছু দেওয়ার জন্য আপনার মন যতই চাহে না কেন, কিন্তু আপনি যদি মালেকীয়ত গুণের অধিকারী না হন তাহা হইলে আপনার রহমানীয়ত গুণ কি ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে? রহিমীয়তের গুণ এখতেয়ার করুন বা রব্বুবীয়তের গুণ এখতেয়ার করুন বা যাহা মর্জি করুন না কেন যদি মালেকীয়ত গুণের গৌরব অর্জন না করেন তাহা হইলে এরূপ মনে হইবে যে প্রত্যেকগুণ নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন শক্তিই থাকিবে না।

অতএব যখন খোদাতারালার বান্দা খোদার খাতিরে রব্বুবীয়ত এখতেয়ার করে, রহমানীয়ত এখতেয়ার করে এবং রহিমীয়ত এখতেয়ার করে তখন আল্লাহতায়ালা তাহার দুর্বলতা সমূহের প্রতি দয়া পরবশ হন। আল্লাহতায়ালা বলেন যে দেখ, আমার বান্দা আমার মত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কেবল মুখের দ্বারাই আমার সৌন্দর্যের প্রসংশা করে না, বরং নিজের আমলকেও আমার রঙে রঙিণ করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বেচারা অপরাগ। তাহার মধ্যে কোন শক্তি নাই যে সে আমার মত হইতে পারে। তখন খোদার মালেকীয়ত গুণ উছলিয়া উঠে এবং তিনি তাহাকে ক্রমান্বয়ে মালেকীয়তের অন্তর্ভূক্ত করিতে থাকেন। এই মোকাম সব চাইতে অধিক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহতায়ালায় নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই কেবল এই গুণ লাভ করেন নাই বরং নিজের দাসদিগকেও ইহা দান করিয়াছিলেন। যেমন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল বলিয়াছেন যে "আসা রোব্বা আশআসা আগ্‌বারা লাও আকসামা আলাল্লাহে লাআবার্রাহু (সহিহ মুসলিম) তখন এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তোমরা আমার মোকামকে বুঝিতে চাও, কিন্তু তোমাদের জ্ঞান তোমাদের বিদ্যা, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং তোমাদের প্রজ্ঞা ইহা বুঝিতে অক্ষম তোমরা এই পর্যন্ত পোঁছিতে পার না। তোমরা আমার দাসদের মহিমা দেখ। তাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিও আছে যাহার চুলে ধুলা উড়িয়া পড়িতেছে এবং যাহার অবস্থা উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু যখন সে খোদার নামে কসম খাইয়া বলে যে এই ঘটনা ঘটিবে তখন খোদা নিশ্চয়ই এইরূপ ঘটনা ঘটাইয়া দেন। ইহাকেই বলা হয় মালেকীয়তের অন্তর্ভূক্ত হওয়া। কিন্তু মালেকীয়ত গুন এইরূপ নহে যাহা আপনি আপনার শক্তি বা প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করিতে পারেন। মনুষের হাতে কিছুই নাই। কেননা আমি পূর্বে যেইরূপ বলিয়াছি, রবুবীয়ত, রহমানীয়ত এবং রহিমীয়তের তৌফিকও আল্লাহতায়ালাই দিয়া থাকেন। আপনাদের একটি বাসনা ও পবিত্র আকাঙ্খা যে আমরা এইরূ হওয়ার জন্য চেষ্টা করিব, যখন আপনারা পুর্ণ ইচ্ছার সহিত, পুর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত, পুর্ণ বিনয়ের সহিত পূর্ণ ভালবাসা ও মহব্বতের সহিত আপনাদের রাব্বের রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার চেষ্টা করেন তখন তাঁহার মালেকীয়তের গুন প্রকাশিত হয় এবং তিনি মানুষকে মালেক এ রূপান্তরিত করিয়া দেন।

অতএব যদি আহমদীদিগকে এই জামানার তকদীর পরিবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে আমি যতটুকু জানি উহার জন্য ইহাই একমাত্র পথ। ইহা ব্যতীত আর কোন পথ নাই। ইহাই কুরআন করীমের শিক্ষা। ইহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লামের সুন্নত এবং ইহাই উহার ব্যাখ্যা যাহা তিনি বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি দেখিতে পাইতেছি যে খোদার কুদরত মালেকীয়তের জলওয়া দেখানোর জন্য প্রস্তুত আপনারা মোবারক হউন যে খোদাতায়ালা মানব জাতীর উপর এবং আহমদীয়াতের কোরবানীর উপর কৃপা করিতেছেন। তিনি জানিয়া গিয়াছেন যে আহমদীরা পুর্ণ আন্তরিকতা এবং মহব্বত ও বিশ্বস্ততার সহিত নিজেদের যথা সর্বস্ব তাঁহার পথে বিলীন করিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছে প্রকৃত পক্ষে আমাদের উপর তাঁহার মহব্বতের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি উহা মালেকীয়তের বিকাশ ছিল, যাহা রবুবীয়ত এবং রহিমীয়ত এবং এবং রহিমীয়তের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল বিকাশ মালেকীয়তের বিকাশ ছিল। ইহার মধ্যে আমাদের শ্রমের কোন হাত ছিল না। আল্লাহতায়ালা মালেক, তিনি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করিতেছেন।

আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে এখন খোতবায় বিস্তারিতভাবে বলার সময় নাই। কিন্তু আমি এই বিষয়ের সুচনা করিয়া দিয়াছি। এখনতো ফিজি সম্বন্ধে কথা বলারও সময় নাই আমার ধারনা ছিল ফিজি সম্বন্ধে আপনাদিগকে অনেক কথা বলিব। কিন্তু এখন সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাত্র সামান্য কিছু কথাই বলিতে পারি।

ফিজিতে আহমদীদের সংখ্যা খুবই কম। অন্যান্য মুসলমানদের সংখ্যা আমাদের তুলনায় কেবল মাত্র খুব অধিক নয়, বরং তাহারা প্রভাবাশলীও বটে এবং এতখানি প্রভাবশালী যে তাহারা না কেবল ফিজি সরকারের সহিতই আছে বরং সর্বদাই ঐ সরকারের সংগে রহিয়াছে ঐ সরকারে সর্বদাই তাহাদের একজন মন্ত্রী থাকেন। তিনি ফিজি জাতীর লোক এবং অধুনা তিনি তথায় শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ইসলাম সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত নহেন। ইসলামের বিভিন্ন ফেরকা সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ এবং বিভিন্ন ফেরকায় শ্রেণী বিন্যাস সম্পদেও তিনি অজ্ঞ। ইসলাম সম্বন্ধে যাহা কিছু ধ্যান-ধারণা তিনি পাইয়া থাকেন, তাহা এই মুসলমানদের নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। কাহাকেও মুসলমান বলা যাইবে কিনা এবং তাহাদের সংগে কথা বলা উচিৎ কি না, তাহা তিনি ইহাদের নিকট হইতে জানিয়া নেন।

এমতাবস্থায় ফিজির আহমদীরাও খুবই পেরেশান ছিল এবং আমিও চিন্তাযুক্ত ছিলাম, কিন্তু হতাশ ছিলাম না। আমার বিশ্বাস ছিল আল্লাহতায়ালা স্বীয় ফজল দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে তথায় তবলীগের পথ খুলিয়া যাইবে। বস্তুত এইরূপই হইল। নান্দী যেখানে আমরা প্রথম দিন উড়োজাহাজ হইতে বাহিরে আসিলাম, তথাকার মেয়র বিমান ঘাটিতে আগমন করিয়াছিলেন এবং বড়ই হৃদ্যতা পুর্ণ আচরণ করিয়াছিলেগ ও ইহার ও দ্বিতীয় দিন তঁহারা নিমন্ত্রণে আমরা Civic Centre এ বক্তৃতা দেওয়ার জন্যও গিয়াছিলাম। এই সময়

জামাতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য এইরূপ শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল যে প্রত্যেক মুসলমানকে এই পয়গাম পৌছানো হইয়াছিল যে তোমরা আহমদীদিগকে সম্পুর্ণরূপে বয়কট করিবে এবং তাহাদের কোন সভায় যোগদান করিবে না। অতঃপর ফিজির অমুসলান অধিবাসী-দিগকেও ভয় দেখানো হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে বাধাও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও আল্লাহতায়ালা ফজল করিয়াছিলেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে যখন মালেক ফয়সালা করিয়া ফেলেন তখন যাহারা মালেক নয় তাহাদের শক্তি কোন কাজেই লাগে না। তাহাদের ইচ্ছা ইচ্ছাতেই থাকিয়া যায় এবং তাহারা কিছুই করিতে পারে না। কেবল আক্ষেপই থাকিয়া যায়! আমি লক্ষ করিয়াছিলাম, তাহাদের অক্ষমতা এই পর্যায় গিয়া ছিল যে বাকীদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, সেখানকার একজন খুবই বড় নেতা যাহার নাম এখন আমি কোন কারণে উল্লেখ করিতে চাহি না তাহার মেয়েও সেখানে বক্তৃতা জন্য পৌছিয়া ছিল। সে কেবলমাত্র ভয়ানক বিরূদ্ধাচরণই করে নাই, বরং জামাত সম্বন্ধে পড়শুনাও করিয়াছিল। হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক পুস্তিকায় সম্পুর্ণ ভ্রান্ত ধারণা বরং খুবই মারাত্মক ধারণা দেওয়া হইয়াছে, সে তাহার পিতার নিকট হইতে ঐ সকল পুস্তক পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া খুবই গভীর ভাবে পড়াশুনা করিয়া ছিল। এই সভায় ফিজির অধিবাসীরাও ছিল এবং গায়ের আহমদী মুসলমানরাও ছিল। যদিও বয়কট জারী ছিল, তথাপি কোন কোন আলেম এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে তাহারা তাহাদের সংগীদের লইয়া সভায় পৌছিবে এবং এইরূপ আপত্তির ঝড় তুলিবে যে আমাদের পক্ষে বক্তৃতা করা সম্ভব হইবে না এবং আমাদিগকে তাহারা লাঞ্চিত ও অপদস্থ করিয়া ছাড়িবে বস্তুতঃ এইরূপ শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় আলেম যাহারা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিয়াছিল, তাহারা নিজ শিষ্যবর্গ ও সংগীদিগকে লইয়া সভাস্থলে পৌছিয়া ছিল। আল্লাহতায়ালার ফজলে বক্তৃতা হইল এবং উহার পর যখন প্রশ্ন-উত্তরের পালা শুরু হইল তখন ভয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না, কেননা খোদার ফজলে আহমদীয়াততো সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলোকি কখনও অন্ধকারকে ভয় করে? আমিতো তাহাদিগকে অত্যান্ত সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলাম যে যদি আমরা আলো হইয়া থাকি তাহা হইলে তোমাদিগকে মুখ লুকাইতে হইবে। অন্ধকার আলোকে ভয় করে। আমাদিগকে লুকাইবার কোন কারণ নাই। অন্ধকার করার জন্য দরজা জানালায় পর্দা দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্য তাপ হইতে বাঁচার জন্যতো হাজারো চেষ্টা করা হয় যাহাতে আলো ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। অতএব লোক ভয় করে কিন্তু সূর্য্য অন্ধকারকে কখনও ভয় করে না।

বস্তুতঃ এই অবস্থাই আমরা সেখানে দেখিয়াছিলাম কোন লৌকিকতা না করিয়া পুর্ণ বিশ্বাসের সহিত আমি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলাম এবং অনুভব করিতেছিলাম যে ধীরে ধীরে সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। এই জন্য আমি তাহাদিগকে বলিতেছিলাম যে, যেকেহ যে কোন ধরনের প্রশ্ন করিতে পারেন। তিক্ত হইতে তিক্ততর প্রশ্ন করুন না

কেন, আমি উহার উত্তর দিব। অতঃপর যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল, খোদাতায়ালার ফজলে প্রশ্নকারী নিজেরাই আমার উত্তরে অল্পক্ষনের মধ্যেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে শুরু করিয়া দিল। একদিকে প্রশ্ন করা হইতেছিল এবং অন্য দিকে ঠিক আছে, আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। মাথা নাড়িয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। সেখানে ফিজির একজন প্রাদ্রী সাহেবও আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কি পজিশন ছিল আমার মনে নাই। তিনি একটি গীর্জার সহিত জড়িত ছিলেন এবং সম্ভবত তথাকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি ফিজি জাতীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। তিনি একটি প্রশ্ন করিলেন এবং ইহায় পর তাঁহার চেহারায় প্রফুল্লতা আসিল। অতঃপর তিনি আবার একটি প্রশ্ন করিলেন এবং ইহার পড়ে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, হাঁ, আমি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি। শুধু ইহাই নহে। অতঃপর আহমদীদের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া আবেদন জানাইলেন যে আমি তো দীর্ঘ সাক্ষাৎকার চাই। আমিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম যে আমি তাহাকে সাক্ষাৎকার দান করিব এবং বিস্তারিত আলোচনা করিব। কিন্তু যেহেতু সময় খুবই অল্প ছিল এবং পুর্বাহ্নেই কর্মসূচী নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, এই জন্য ব্যস্ততার দরুন আমি তাঁহাকে সময় দিতে পারিলাম না। এখন ইন্‌শাআল্লাহ আমার ইচ্ছা এই যে চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিব।

অতঃপর যখন এই প্রভাব পরিলক্ষিত হইল তখন একজন মৌলবী সাহেব যিনি নিজ দলের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তিনি খুব পেরেশান হইলেন এবং তিনি প্রশ্ন—উত্তরে পালা নিজ হাতে লইয়া লইলেন। তিনি একটি প্রশ্ন করিলেন। আমি যখন উহার উত্তর দিলাম তখন তিনি এই প্রশ্নের প্রথম অংশ অস্বীকার করিলেন। লোদাতআলা তাহার তাহার জ্ঞানকে এইভাবে নাশ করিয়া দিয়া ছিলেন যে তাহার প্রশ্নের প্রথম অংশ নিজেই দ্বিতীয় অংশকে রদ করিতেছিল। তিনি খুব দ্রুত প্রশ্ন করিতে শুরু করিলেন এবং খুব উর্দু বলিলেন। তথায় অধিকাংশ সভা সমিতি ইংরেজীতে হইতেছিল। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন সে তিনি ইংরেজী জানে না। প্রথম তো তিনি এই কথা বলিয়া দিলেন যে তিনি উর্দু জানেন না, কিন্তু পরে যখন বাধ্য হইলেন তখন উর্দু বলিলেন এবং এত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ উর্দু বলিলেন যে উপস্থিত সকলে আশ্চার্য হইয়া গেল যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও এতখানি মিথ্যা কথা বলেন। তিনি কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছিলেন যে, উর্দু একটি শব্দও তিনি জানেন না। কিন্তু পরে জানা গেল যে তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের একজন ভাল উর্দুভাষী লোক। যাহা হোক এইরূপে তাহার একটি মিথ্যা তো ধরা পড়িল। যখন তিনি প্রশ্ন শেষ করিলেন তখন জামি মৃদু হাসিয়া ধীরস্থির ভাবে সহিত তাহাকে বলিলাম, মৌলবী সাহেব! আপনার প্রশ্নের শেষ অংশ ইহা এবং প্রথম অংশ ইহা এবং প্রথম অংশ এইরূপ এইরূপ। উত্তর তো আপনি নিজেই দিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রথম অংশ অস্বীকার করিলেন যে তিনি তো ইহা বলেন নাই। আমি বলিলাম খুব ভাল কথা। ঘটনাক্রমে ক্যাসেট

রেকর্ডিং হইতেছে এবং ভিডিও রেকর্ডিংও হইতেছে। যদি আপনি চান তাহা হইলে আপনাকে ঐ অংশ শুনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় তিনি ঘাবড়াইয়া পিছু হাটিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন না না কোন প্রয়োজন নাই। আমি হয়তো বলিয়া থাকিব। কিন্তু এখন আমি অন্য একটি প্রশ্ন করিতেছি।

যখন তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, তখন আমি কোরআন করীম ও হাদিস হইতে উত্তর দিতে শুরু করিলাম। তখন তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন, কোরান করীমের ব্যাখ্যা দেওয়ার আপনার কি অধিকার রহিয়াছে? আমি বলিলাম, মৌলবী সাহেব! জ্ঞানের কথা বলুন। আপনি নিজেই ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং আপনি নিজেই এই কথা বলিয়াছেন যে আমি যেন কোরআন করীম হইতে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করি। অতএব আমি তো কোরআন করীম হইতেই উত্তর দিব। এই কথা বলিয়া বসিবেন না যে কোরআন আপনাদের অর্থাৎ কোরআনের উপর আপনাদের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে। আমি বলিলাম, আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং কোরআন হইতে উত্তর চাহিয়াছেন। অতএব এখন আপনাকে ইহার উত্তর শুনিতে হইবে। কেননা ইহার পরে প্রশ্নকারীর এই অধিকার থাকে না যে তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কমপক্ষে ইসলামী সৌজন্য তো শিখুন এখানে যখন আসিয়াছেন তখন ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে থাকুন। এখানে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ফিজির অধিবাসী এবং এশিয়া মহাদেশের লোকজনও উপবিষ্ট আছেন। আপনি যেরূপ আচরণ করিতেছেন উহা দেখিয়া মানুষ কি মনে করিবে? আপনি তাহাদের উপর কি প্রভাব সৃষ্টি করিবেন? আপনাকে সংস্কৃতির পরিষ্কার আওতায় থাকিতে হইবে। আমি বলিলাম অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে দেখুন। তাঁহারা প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্নের উত্তর শুনার মত মানসিকতাও তাহাদের আছে।

যাহা হোক, অল্প কিছুক্ষণ পর যখন তিনি উত্তর শুনিলেন তখন তাহার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ভীতি সঞ্চার হইল। কেননা অন্যান্য মুসলমান যাহারা শুনিতেছিলেন এবং যাহাদের তিনি নেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা তো আমার সমর্থনে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখন তিনি ভাবিলেন যে তিনি কি করিবেন। অতঃপর অর্ধেক প্রশ্নে কিছুটা বেশীর উত্তর দেওয়া হইল তখন তিনি ভীত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং নিজ সঙ্গীদিগকে সঙ্গে লইয়া সভা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক সেখানে বসিয়া রহিলেন। তাহার সহিত গুটি কয়েক লোক চলিয়া গেলেন।

যে বিরুদ্ধবাদী মেয়ের কথা আমি বলিয়াছিলাম, সেও বসিয়া রহিল। অতঃপর সে আমার নিকট হইতে দ্বিতীয়বারের মত সময় চাহিল। সে বলিল, আমি তো অন্য কিছু মনে করিতেছিলাম। আহমদীয়াতত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বস্তু। সে বলিল আমাকে কিছু সময় দিন। যখন সে আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিল তখন সে ঐ সকল আপত্তির পুনরাবৃত্তি করিতে শুরু করিল যাহার অধিকাংশ আপনারা শুনিয়া থাকিবেন (উদাহরণ স্বরূপ

মোহাম্মদী বেগম ও এই জাতীয় অন্যান্য আপত্তি)।

অতএব, আল্লাহতায়ালা স্বীয় ফজল দ্বারা রাস্তা খুলিয়া দেন। যতবেশী বিরুদ্ধাচারন হইয়াছে, তত বেশী মঙ্গল হইয়াছে। কেননা ঐ সময় ভিন্ন জাতির লোক যাহারা সেখানে ছিল, তাহারা বিচারকের ভূমিকায় বসিয়া গিয়াছিল। যখন মোকাবেলা শুরু হইয়া গেল তখন তাহারা দেখিতেছিল যে কে যথোচিত কথা বলিতেছিল এবং কে কুতর্ক করিতেছিল, এবং কে ন্যায় কথা বলিতেছিল এবং কে জিদ করিতেছিল ও অন্যায় কথা বলিতেছিল। অতঃপর যখন উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের উপর আহমদীয়তের একটি গভীর প্রভাব পড়িতে শুরু করিল তখন সে সকল গায়ের মোবাইল (লাহোরীদল) তথায় উপস্থিত ছিল, ইহার ফলে তাহারা অতি দ্রুত আহমীয়তের দিকে ধাবিত হইল। তাহারা আল্লাহতায়ালার ফজলে আমাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল। এখন যদি এই কথা জানাজানি হইয়া যায় তাহা হইলে এখানকার গায়ের মুবাইনগণ খুব ভীত ও অস্থির হইয়া পড়িবেন যে, যে গুটিকয়েক লোক এখানে আছে তাহারাও না হাত হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু যদি আল্লাহতায়ালা ফজল করেন তাহা হইলে ইহারা তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যাইবে। কেকনা তাহাদের চোখে আমি মহব্বত, প্রীতি ও উপলব্ধির চিহ্নাবলী দেখিয়া আসিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে তাহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক, ইহা একদিনের সভা ছিল সেখানে আমি খোদাতায়ালার বড় ফজল দেখিয়াছি, অসাধারন সাহায্য দেখিয়াছি, কৃপা দেখিয়াছি এবং লোকদিগকে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। ইহার চাইতে অধিক উল্লেখযোগ্য যে এই শহরে আমাদের আহ্‌মদী বন্ধুগণের সঙ্গে যে সকল সভা হইয়াছে, উহার ফলশ্রুতিতে দেখিতে না দেখিতে এইরূপ মনে হইল যে আহমদীগণের আমুল পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন আমরা সেখানে পৌঁছিয়াছিলাম তখন এক রকমের চেহারা দেখিয়াছিলাম। পুনরায় যখন নান্দী হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখন অন্য এক রকমের চেহারা দেখিতেছিলাম। তখন তাহাদের মধ্যে সংকল্প ছিল, আকাঙ্খা ছিল; শুধু ইহাই নহে, বরং তাহারা সভায় ও সাক্ষাতকারের সময় খোলাখুলি বলিয়াছিল যে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমরা গাফলতির অবস্থা অতিক্রম করিয়াছি। এখন আমরা ওয়াদা করিতেছি যে আজ হইতে একজন মোবাল্লেগের (ধর্ম প্রচারক) মত আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব। আমাদের হৃদয়ে ইসলামের খেদমতের জন্য একটি অসধারণ অনুপ্রেরনা সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ইসলাম প্রচার করিব এবং চতুর্দিকে খোদার পয়গাম পৌঁছাইব।

এই পবিত্র পরিবর্ত্তন আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় কোন বড় আহাম্মক ও অজ্ঞ ব্যাক্তিই এই কথা বলিতে পারে যে ইহা তাহার চেষ্টার ফলে হইয়াছে। ইহাতে কোন মানবীয় প্রচেষ্টার হাত নাই। ইহাতে রহিয়াছে আল্লাহতায়ালার এহসান। অতঃপর ফিজির প্রেস প্রতিনিধিগণ পৌঁছিয়া গেলেন, যদিও (আমি যেমন পুর্বে বলিয়াছি)

প্রেসের উপরও অন্যদলের খুবই প্রভাব ছিল। লোকেরা প্রেসের প্রতিনিধিদেরকে বাধা দিত এবং বলিত যে ইহাদের কথা শুনিবেননা। এতদসত্ত্বেও প্রেস প্রতিনিধিগণ পৌছিলেন ও খুব উত্তম Coverage দিয়াছিলেন অর্থাৎ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে। ফিজির বেতার কর্তৃপক্ষ উর্দ্দুতেও এবং ইংরাজীতেও প্রায় এক ঘন্টা আমার ইন্টারভিউ গ্রহণ করিয়াছিল ও প্রচার করিয়াছিল। তাহারা এই কথার আতৌও পরওয়া করিলনা যে, লোকেরা তাহাদিগকে কি বলিবে। ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট হইলনা। তাহারা কহিল যে আমরা আপনার বেগম সাহেবারও ইন্টারভিউ গ্রহণ করিতে চাই। অতঃপর তাহারা বেগম সাহেবারও ইন্টাভিউ লইল। এই অবস্থা কে করিলেন? আমিত করি নাই। না আমার শক্তি ছিল। না আমাদের ফিজির আহমদীদের শক্তি ছিল। তাহারা তো পার্থিব দিক হইতে খুবই দুর্বল। তাহারা সংখায় মাত্র কয়েক হাজার। কোন পার্থিব শক্তি তাহারা তর্জ্জা করে নাই। ইহা কেবলমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল যে তিনি শক্তি দান করিয়াছেন। ফিজির সমস্ত অধিবাসীকে উর্দ্দুতে ও ইংরেজীতে আহমদীয়াত অর্থাৎ সত্য ইসলামের পয়গাম পৌছানোর শক্তি তিনিই দান করিয়াছেন। আরো অনেক নিদর্শন আছে এবং অনেক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা আমি ইনশাল্লাহ পরে এজতেমায় প্রকাশ করিব। অতঃপর সালানা জলসায়ও বর্ণনা করিতে পরিব। আমি পুর্বেই বলিয়াছি, ইহা অনেক লম্বা কথা। এইরূপ মনে হইতেছিল যে অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ঘটনার সমাবেশ এইভাবে ঘটিয়াছিল যেমন মানুষ বলে, কথার পিটে কথা আসে। অর্থাৎ যেমন কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া মিছিল তেমনি ঘটনা একটির সঙ্গে অন্যটি একত্রিত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। এইরূপ মনে হইতেছিল যে চাকাযুক্ত একটি মুভিং প্লাটফরমের উপর আমি আরোহণ করিলাম এবং উহার একদিকে আমি উঠিলাম ও অন্য দিক দিয়া করাচি পৌছিয়া গেলাম এবং সর্ব্বক্ষণ যেন ঘটনার এক অবিরাম মিছিল জারী ছিল। আমি এবং আমার সঙ্গীরাও এইরূপ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি যে আল্লাহতায়ালার প্রশংসায় আমাদের হৃদয় পরিপুর্ণ এবং মুখে খোদাতায়ালার প্রশংসার এক অনন্ত সমুদ্র প্রবাহমান রহিয়াছে।

অতএব আমি আপনাদিগকেও এই পয়গাম দিতেছি যে নিজদের বক্ষকে আল্লাহতায়ালার তস্‌বিহ ও তাহমিদ দ্বারা পুর্ণ করুন। এই তস্‌বিহ ও তাহমিদই এখন আমাদের কাজে আসিবে অন্যথা ইহা ব্যতীত এই বিজয় ও সাহায্য আমাদের হাতে বিনষ্ট হইতে পারে। এতদ্বতীত আল্লাহতায়ালা এসতেগফারের নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা মানুষ আল্লাহতায়ালার যথাযোগ্য তসবিহ ও তাহমিদ করিতে পারেনা। যদিও সে নিজের পক্ষ হইতে তসবিহ ও তাহমিদের পুরাপুরি কর্তব্য আদায় করে, তথাপি কোন কোন ভুল থাকিয়া যায়। এই জন্য তসবিহ তাহমিদের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে তোমরা বিনয়ের সহিত এসতেগফার করিতে থাক। বিজয় ও সাহায্য লাভের পর খোদার হুজুরে এই মিনতি জানাও যে হে আল্লাহ! এই সব কিছু করা সত্ত্বেও আমরা জানি যে যদি তুমি আমাদের ক্ষমা করিয়া না দাও তাহা হইলে আমরা ক্ষমার

যোগ্য বিবেচিত হইব না। আমারা কেবল তোমার ক্ষমার ছত্রছায়ায় জীবিত আছি। আমরা এই আশা লইয়া বাঁচিয়া আছি যে যখন আমরা তোমার হুজুরে উপস্থিত হইব, হে খোদা! তখন আমাদের উপর তুমি রহমত ও মহব্বতের দৃষ্টি রাখিও এবং আমাদিগকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিও অন্যথা যে বিজয় তুমি আমাদিগকে, দান করিয়াছ, উহার কর্ত্তব্য পালন করার যোগ্য আমরা নই।

এই আবেগের সহিত যখন বন্ধুগণ আল্লাহতায়ালার তসবিহ্ ও তাহামিদ করিবেন এবং এসতেগফার করিবেন এবং রব্বে করীমের সঙ্গে-প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করিবেন, তখন দেখিবেন ইনসাশাল্লাহ, যে বিজয় ও সাহায্যের নিদর্শন আমি দেখিয়া আসিয়াছি, উহা কিরূপ শানের সঙ্গে আসে। ইহা দ্বারা পৃথিবীতে এক নুতন বিপ্লব সাধিত হইবে। মানুষকে এক নুতন জান্নাত দান করা হইবে। কিন্তু এই জান্নাত হইল ঐ জান্নাত যাহা প্রথমে আপনাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা ঐ জান্নাত যাহা আপনার হৃদয় হইতে উছলিয়া উছলিয়া বাহিরে নির্গত হইবে এবং পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিবে। ইহাই হইল আল্লাহতায়ালার তসবিহ ও তাহমিদের জান্নাত যাহা দ্বারা পৃথিবীর চেহারা বদলিয়ে যাইবে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তৌফিক দান করুন।

সানি খোৎবায় হুজুর বলিলেন, যেহেতু এখন আমি সফরের অবস্থায় আছি এবং কিছুক্ষণ পরে রাবওয়া রওয়ানা হইব, এই জন্য আমি জুম্মার নামাজের সঙ্গে আছরের নামাজ কসর করিব। যে সকল বন্ধু মুসাফের আছেন তাহারা আমার সঙ্গে দুই রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইবেন। স্থানীয় বন্ধুগণ সালাম না ফিরাইয়া অপেক্ষা করিবেন, তাহারা এই সময় দাঁড়াইবেন যখন আমি সালাম ফিরাইয়া অবসর হইয়া যাইব। নামাযে অধৈর্য্য দেখান উচিৎ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম নামাযরত বসিয়া থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত মোক্তাদিগের পৃথক হইয়া যাওয়া উচিৎ নয়। যখন দ্বিতীয় সালাম ফিরান হয় তখন ধীরে ধীরে উঠুন এবং দুই রাকাত পুরা করুণ। অধিকাংশ বন্ধুগণ তো এই মছলা জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যেহেতু নুতন বংশধরেরা আগাইয়া আসিতেছে, এইজন্য এই কথাগুলি বার বার আওড়াইতে হয়।

অনুবাদঃ **নাজির আহমেদ ভুঁইয়া**

শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে তারুয়া জামাতের জনাব মোবারক আহমদ বিগত ৭ই জানুয়ারী দিবাগত রাত্রি ৩ ঘটিকায় এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৪৬ বৎসর হয়াছিল। মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের ও তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য্য ধারণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। **কোরাইশী মোহাম্মদ তারেক**

দোওয়ার আবেদন

ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব সহিদুর রহমান সাহেব দীর্ঘ দিন হইতে অসুস্থ। বর্ত্তমানে তিনি ডায়াবেটিস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। তাঁহার শীঘ্র রোগমুক্তির জন্য খাসভাবে আল্লাহর দরবারে দোওয়া করার জন্য সকল ভ্রাতা ভগ্নীকে সনিবন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

নিবেদক—

নাজির আহমেদ ভুঁইয়া

রাবওয়া হইতে কাদিয়ান জামাতের আমীর সাহেবের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাম

রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত একানব্বইতম সালানা জলসার প্রথম দিনে

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ

আল্লাহর ফজলে রাবওয়ার একানব্বইতম সালানা জলসা ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ইং রোজ সোমবারে আরম্ভ হয়। হজরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) জলসায় উদ্বোধনী ভাষন দান করেন। হুজুর বিশ্ব আহমদীয়া জামাতকে মুসলিম উম্মার জন্য দোওয়া করিতে বলেন। হুজুর বলেন, আল্লাহ তাহাদের সঙ্কট দূর করুন এবং তাহাদিগকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দান করুন। হুজুর পবিত্র কোরআনের ঐ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন যেখানে মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের উল্লেখ আছে এবং যেখানে আল্লাহতায়ালা বলেন যে তাঁহার বন্ধুগণ কখনো তাহাদের শত্রুদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সে সময়ের মধ্য দিয়া মানবজাতি অতিক্রম করিতেছেন, তাহা কোন কোন দিক হইতে খুবই দুর্ভাগ্যজনক সময়। কিন্তু অন্য কোন কোন দিক হইতে ইহা খুবই সৌভাগ্যজনক সময়। কেননা আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে তাঁহার দুয়ারে ফিরাইয়া আনার জন্য তাঁহার মনোনীত বান্দা (নবী) প্রেরণ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছে এবং তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছে তাহারা আশীষপ্রাপ্ত। খোদা প্রেরিত এই মহাপুরুষের যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা হতভাগ্য। হুজুর বলেন, এই সন্ধিক্ষণে পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। এক দেশ অন্য দেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত। এমনকি দেশের মধ্যে একদল অন্য দলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে হুজুর বিশেষ করিয়া আরবদেশের কথা উল্লেখ করেন, যাহাদের দেশে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী জন্মগ্রহণ করেন। হুজুর বলেন, আমাদের উপর আরব জাতির বিরাট অধিকার রহিয়াছে তাহাদের এবং বিশ্ব মুসলমানের জন্য সর্বদা দোওয়া করার জন্য তিনি জামাতের বন্ধুগণকে বিশেষ তাকিদ দেন। হুজুর বলেন, তাহারা আজ যে সকল বিপদের সম্মুখীন, ঐগুলির প্রতি তাহারা মনোযোগ দেয় না। তাহারা এই কথা অবগত নহে যে প্রেরিত মহাপুরুষ গ্রহণ করার মধ্যেই তাহাদের সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। ভুলবশতঃ তাহারা মনে করে যে আহমদীয়া জামাত তাহাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। তাহারা এই জামাতকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চায়। আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিতে চাই, মানবজাতিকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া আনার জন্য আল্লাহতায়ালা যে মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের উপর ঈমান আনয়নকারী এই জামাতের কোন ক্ষতি সাধনই তাহারা করিতে পারিবে না তিনি বিশ্ব জগতকে খোদার দিকে আহ্বান করিয়া দেন। জামাতের বিরুদ্ধবাদীগণ ঘৃনাসুচক কথা বলিতেছে এবং মানবজাতির ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিতেছেন। খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করার মধ্যেই তাঁহাদের নিরাপত্তা নিহিত আছে, হুজুর বলেন, তাঁহারা যেমন মর্জি-আচরণ করুন। আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে থাকিব এবং তাঁহাদের জন্য দোওয়া করিতে থাকিব। মুসলিম উম্মার জন্য আহমদীদিগকে সর্বদা দোওয়া করার নির্দ্দেশ পুর্ণব্যক্ত করিয়া হুজুর তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন।

আমীর,

জামাতে আহমদীয়া কাদিয়ান

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar